দৈনিক খবর

তারিখ 12 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

034

সলিমা খানম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়প্রসঙ্গে

প্রায় দেড় যুগ অতিক্রান্ত। স্কুলটিতে এখনো এস এস সি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ আসেনি। পাসের হার প্রতি বছর নাজুক। অন্যান্য ক্লাসের অবস্থাও একই। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে টিকে আছে ভাদেশ্বর সলিমা খানম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। গোলাপগঞ্জ উপজেলার অন্যতম এলাকা ভাদেশ্বর–এর অবস্থান।

কেন? জবাবে প্রসঙ্গ আসছে শিক্ষকদের। সিংহভাগ শিক্ষকের অযোগ্যতা পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা কিংবা নামমাত্র কৃতকার্যতায় তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তাদের। স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম হলেও তাদের কাছে ওদের যতটুকু দাবী তা অপূরণ থেকেযাচ্ছে।

ক্লাসে শিক্ষকরা নূনতম পাঠদানে ব্যর্থ। আর এ ব্যর্থতার কারণেই বছর শেষ হতে চললো অথচ বাৎসরিক পাঠ্যক্রমের সিকি ভাগও শেষ হবার সম্ভাবনা নেই। এ অভিযোগ ছাত্রীদের এবং নিরীহ অভিভাবকদের। বছর শেষ হতে না হতেই নতুন শিক্ষকের আমদানী ঘটছে। স্থায়িত্বকাল কম হলেও এর ভেতরেই তাঁরা তাদের শ্রেণী চরিত্রের স্বাক্ষর রাখছেন। শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্লাসে না পড়িয়ে বাড়ী বাড়ী প্রাইভেট পড়িয়ে কিংবা কোচিং–এর নামে টাকা কামানো। পরীক্ষার সময় ছাত্রীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্মানী (?) নিয়ে তাদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করে দেয়ার অভ্যেসও আছে দু'একজন শিক্ষকের।

দু'বেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত অধিকাংশ অর্ধ শিক্ষিত আর অশিক্ষিত গ্রামবাসীর বাড়ীতে শিক্ষক রেখে কিংবা কোচিং সেন্টার ফি মাসে দুশ' টাকা দিয়ে মেয়ে পড়ানোর সামর্থ নেই তাই বলে তাদের মেয়েরা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাপ্য শিক্ষা থেকেতো আর বঞ্চিত হতে পারেনা অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে, তারা তাদের প্রাইভেট পড়ুয়া ছাত্রীদের শ্রেণীতে এবং পরীক্ষার হলে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন। মানুষ গড়ার এ কারখানায় যদি শিক্ষকরা নামকা ওয়াস্তে পদধূলি দিয়ে নামমাত্র পাঠদান করে টু পাইস কামানোর চিন্তায় বিভোর থাকেন, সে স্কুলে মেয়ে পাঠিয়ে লাভ কি? ফলশ্রুতিতে ৭ম, ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত সচেতন ছাত্রীরা স্কুল থেকে টি সি নিয়ে পার্শ্ববর্তী নাছির উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন নিচ্ছে।

আধা সরকারী এ স্কুলটিতে তিনজন স্থানীয় শিক্ষক রয়েছেন। ওদের ইশারায় কিংবা অন্য কারণে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে বিষয়টি জ্ঞাত করানো সত্ত্বেও পরিস্থিতি যথা পূর্বং তথা পরং কিন্তু এভাবে সচেতন অভিভাবকদের এ অবস্থা মুখ বুজে চলতে দেয়া যায়না, সহ্য করতে পারেন না। নিজের হাতে নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার অধিকার তাদের নেই। তাঁদেরই দাবী, স্কুলের বাস্তব অবস্থা সরজমিনে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হোক! প্রয়োজনে অপসারণ করা হোক দুর্নীতিপরায়ণ এসব শিক্ষকদের। ব্যক্তি বিশেষের হাতে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তারা জিম্মি রাখতে চান না। শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন কি?

এস ইউ আহমেদ ও
এ জে এম জাকারিয়া
দক্ষিণ ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ
সিলেট।